যুগান্তর

তারিখ 2 8 MAY 2015
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

সোনাগাজীতে শতবর্ষী বিদ্যালয় নদীগর্ভে : মক্তবে পাঠদান

দাগনভূঞা প্রতিনিধি

সোনাগাজী উপজেলার শত বছরের প্রাচীন দক্ষিণ-পূর্ব চরচান্দিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ৩ বছর আগে বড় ফেনী নদীর ভাঙনের কবলে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গ্রামের একটি বেসরকারি ফোরকানিয়া মক্তবে গাদাগাদি করে শ্রেণী কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। অপরদিকে ২৬০ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক আছে মাত্র ২ জন। ফলে ব্যাহত হচ্ছে পাঠদান। উপজেলা শিক্ষা অফিস ও এলাকাবাসী জানান, দক্ষিণ-পূর্ব চরচান্দিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি স্থানীয় বহদ্দারহাট এলাকায় ১৯০০ সালে স্থাপিত হয়। প্রাচীন এ বিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বড় ফেনী নদী। সোনাগাজীসহ ফেনী জেলা ও পার্শ্ববর্তী মিরসরাই উপজেলাবাসীর কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে বড় ফেনী নদীর থাকখোয়াজের লামছি গ্রাম এলাকায় একটি রেগুলেটর স্থাপন করা হয়। বর্ষা মৌসুমে চাষাবাদের সুবিধার জন্য জোয়ারের সময় রেগুলেটরের ফটক বন্ধ করে সাগরের লোনা পানি আটকে দেয়া হয়। আবার শুষ্ক মৌসুমে রেগুলেটরের ফটক বন্ধ করে উজানের পানি আটকে বিশাল এলাকায় বোরো চাষ করা হয়।

স্থানীয় ব্যক্তিরা জানান, রেগুলেটর স্থাপনের সময় নদীর গতিপথ কিছুটা পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়। ফলে রেগুলেটরের ভাটি এলাকার মানুষের দুর্ভোগ শুরু হয়। প্রতি বছর নদীর পশ্চিম-উত্তর তীরে শুরু হয় তীব্র ভাঙন। বাঁকা নদী সোজা করা এবং নদী ভাঙনের হাত থেকে রক্ষার জন্য এলাকাবাসী বহু সভা-সমাবেশ, মানববন্ধন ও প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দিলেও এতে কোনো ফল হয়নি। উল্টো বিভিন্ন সময় নদী ভাঙনে গ্রামের তিনটি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, মাদ্রাসা ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধর্মীয় উপাসনালয়সহ বহু ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরের শুরুতে দক্ষিণ-পূর্ব চরচান্দিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টিও নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ফলে বিদ্যালয়ের প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষার্থীর লেখাপড়া নিয়ে শিক্ষক, অভিভাবকরা বিপাকে পড়েন। এ অবস্থায় বিদ্যালয়ের পার্শ্বে বিদ্যালয় কমিটির সভাপতি মাওলানা মো. জিয়াউল হকের ২ শতক জমির ওপর স্থাপিত ২ কক্ষ বিশিষ্ট একটি ফোরকানিয়া মক্তব ঘরে ওই শিক্ষার্থীদের শ্রেণীর কাজ চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ৩ বছর ধরে ওই ছোট টিনের ছাউনির বাঁশের বেড়ার মক্তব ঘরে চলছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শ্রেণী কার্যক্রম। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. ইব্রাহীম ভূঁঞা জানান, বিদ্যালয়ে ৬ জন শিক্ষকের পদ থাকলেও বর্তমানে মাত্র ২ জন শিক্ষক দিয়েই শ্রেণী কার্যক্রম চলছে। প্রশাসনিক কোনো কাজে একজন শিক্ষক উপজেলা সদরে গেলে তখন শিক্ষক থাকে মাত্র ১ জন। এতে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক আরও জানান, বিদ্যালয়টি নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার আগে শিক্ষার্থী ছিল সাড়ে ৩ শতাধিক। বিদ্যালয়ের শ্রেণীর কাজ মক্তবে শুরু হওয়ার পর বেশকিছু শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে।